MAR. 2■ 2001

তারিখ ............
পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

*কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ার মাধবপুর উচ্চ বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্রে ম্যাজিস্ট্রেট এক পরীক্ষার্থীর প্যান্টের' ভেতর থেকে লুকানো বই বের করছেন (বাঁয়ে); একই স্থানের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষার্থীরা ফ্রি স্টাইলে নকল করছে (ডানে)* —যুগান্তর

# মাধবপুর কেন্দ্র থেকে ৪ বস্তা নকল উদ্ধার : বহিষ্কার ২২

**কুমিল্লা প্রতিনিধি**

'আপনেরা নকলের কথা লেইখা আমাদের কেন্দ্রডারে খাইয়েন না।' এ কথা কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার মাধবপুর গ্রামের মিয়া মোঃ জাহাঙ্গীরের। তিনি মাধবপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটি ও কেন্দ্র কমিটির সদস্য। গতকাল মঙ্গলবার গণিত পরীক্ষা চলাকালীন মাধবপুর উচ্চ বিদ্যালয় এবং ওই কেন্দ্রের ভ্যান পার্শ্ববর্তী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরেজমিনে গেলে স্থানীয় এলাকাবাসী এ অনুরোধ জানান।

কুমিল্লা শহর থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দূরবর্তী এ কেন্দ্রটিতে মোট পরীক্ষার্থী ৮১০ জন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাধবপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ২৯৩ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। ব্রাহ্মণপাড়া

**নকল : পষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৫**

## নকল : উদ্ধার

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

উপজেলার চান্দলা, ষাইটশালা, কান্দুঘর ও মুরাদনগরের কোরবানপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬১৭ জন পরীক্ষার্থী মাধবপুর উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে পরীক্ষা দিচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছোট ছোট বেঞ্চে গাদাগাদি করে পরীক্ষার্থীদের বসানোর ফলে একে অপরেরটি দেখে এবং ৬টি কক্ষের মধ্যে প্রতিটিতেই শিক্ষকের উপস্থিতিতে অবাধে নকল করতে দেখা গেছে।

স্থানীয় চেয়ারম্যান ইসহাক সরকার বাদল, এক মন্ত্রীর পিএ পরিচয়দানকারী মিয়া মোঃ জাহাঙ্গীরসহ `৭ জনকে প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের ভতর সার্বক্ষণিক ঘোরাঘুরি করতে দেখা গছে। হল সুপার খোরশেদ আলম কন্দ্রের বিরুদ্ধে কোন কিছু না লেখার জন্য নুরোধ জানিয়ে বারবার বলছিলেন, মাদের এলাকার ছেলেমেয়েরা অন্যান্য য়গার চেয়ে অনেক ভাল। এখানে ষ্ঠুভাবে পরীক্ষা হচ্ছে। নকলের কথা খে আমাদের সুনাম ক্ষুণ্ণ করবেন না। কন্দ্রের দায়িত্বে নিয়োজিত জেনারেল ার্টিফিকেট অফিসার খলিলুর রহমান রীক্ষার শেষ মুহূর্তে ওই কেন্দ্রের ২২ জন রীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করেন। তিনি